যায়যায়দিন
তারিখ ... 2-5- AUG 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

সাবেক ভিসিসহ দুটি ইউনিভার্সিটির পাচ শিক্ষক মধ্যরাতে আটক

যাযাদি রিপোর্ট

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সাবেক ভিসি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারিসহ পাচজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে বাসা থেকে তাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পর তাদের আটক করা হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় সোপর্দ করা হয়নি। তাদের কোথায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা কিছুই বলছেন না।

আটককৃতরা হলেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের শিক্ষক সাবেক ভিসি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অ্যাডভাইজর প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান খান, একই বিভাগের আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষক গ্রুপের (প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ) কনভেনর প্রফেসর আবদুস সোবহান এবং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষক বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মলয় কুমার ভৌমিক, ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. হারুন-অর রশিদ।

ঢাবির দুই শিক্ষক আটক

ঢাকা ইউনিভার্সিটির দুই শিক্ষকের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টায় তাদের ইউনিভার্সিটির বাসা থেকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে প্রফেসর আনোয়ার হোসেনের মেয়ে দীপান্বিতা হোসেন বলেন, যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বাসায় এসে আব্বাকে নিয়ে যান। তারা বলেন, আপনারা চিন্তা করবেন না, কিছুদিন পর তাকে বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

দীপান্বিতা ঘটনার বর্ণনা করেন এভাবে- 'বাবা রাতে তাড়াতাড়িই ঘুমান। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা আমাদের বাসায় এসে অনবরত কলিংবেল টিপতে থাকেন। এতে আমরা বেশ ভয় পেয়ে যাই। দরজা খুলে দেখলাম যৌথ বাহিনীর কয়েক সদস্য। তারা বললেন, স্যারকে ডাকুন। বাবা ওই সময় ঘুমাচ্ছিলেন। বাবা ঘুম থেকে জেগে ড্রইংরুমে আসার পর যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনাকে আমাদের সঙ্গে শাহবাগ থানায় যেতে হবে। আমরা কর্তব্য পালন করতে এসেছি।' প্রফেসর আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ব্যবহৃত কমপিউটার ও মোবাইলও নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর হারুন-অর রশিদের বাসায় যোগাযোগ করা হলে তার মেয়ে বর্ণালী রশিদ পৃ২ ›› ক৪

আনোয়ার হোসেন | হারুন-অর রশীদ | সাইদুর রহমান খান | মলয় ভৌমিক | আবদুস সোবহান

সাবেক ভিসিসহ দুটি ইউনিভার্সিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বাসায় এসে আব্বুকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে নিয়ে যান। তারা বলেন, আমরা তাকে শাহবাগ থানায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু গতকাল শাহবাগ থানায় যোগাযোগ করা হলে থানা কর্তৃপক্ষ জানায়, তাকে সেখানে নেয়া হয়নি। তিনি বলেন, আব্বুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা আমরা জানি না। আমরা আব্বুকে নিয়ে আতঙ্কে রয়েছি।

এদিকে গতকালও ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। সারা দিন র‌্যাব ও যৌথ বাহিনী ক্যাম্পাসে টহল দেয়। তবে হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্র হল প্রভোস্টের অনুমতি নিয়ে রুমে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসে বলে জানা গেছে। ঢাকাসহ পুরো দেশে এখনো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক। পুলিশ বা যৌথ বাহিনী ঢাবি ছাত্র পরিচয় পেলেই নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাবেক ভিসিসহ রাবির তিন শিক্ষক আটক

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির তিন প্রফেসরকে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এবং গতকাল শুক্রবার বিকালে সাদা পোশাকধারী যৌথ বাহিনীর সদস্যরা আটক করে নিয়ে যায়। তাদের গতকাল পর্যন্ত থানায় সোপর্দ করা হয়নি। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে রাজশাহী র‌্যাব-৫ থেকে বলা হয়, আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে তাদের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

প্রফেসর সাইদুর রহমান খানকে আটক করা হয় রাত ৩টার দিকে ইউনিভার্সিটির পার্শ্ববর্তী এলাকা চৌদ্দপাইয়ের বিহাসের (ইউনিভার্সিটি হাউজিং সোসাইটি) বাসভবন থেকে। তার স্ত্রী কামরুন রহমান খান জানান, সাদা পোশাকধারী র‌্যাব সদস্যরা জরুরি প্রয়োজনের কথা বলে প্রফেসর খানকে নিয়ে যান। কারণ জানতে চাইলেও তারা কিছুই বলেননি।

প্রফেসর সোবহানের বাসায় টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মেয়ে সানজানা সোবহান জানান, বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৩টার দিকে র‌্যাব সদস্যরা এসে কথা আছে বলে আব্বুকে নিয়ে যান। তবে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ রয়েছে কি না তা জানানো হয়নি। এদিকে গতকাল শুক্রবার বিকালে মলয় ভৌমিককে আটক করা হয় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের পশ্চিমপাড়ার ৩০ নাম্বার বাসা থেকে। সাদা পোশাকধারী কয়েক র‌্যাব সদস্য মোটরসাইকেলে করে তাকে নিয়ে যান।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রগুলো গতকাল বিকালে তিন শিক্ষককে আটক করার বিষয়টি স্বীকার করে। তারা জানান, শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে এবং এখনো জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এদিকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থী-পুলিশ সংঘর্ষ, ভাংচুর এবং রিকশা চালক নিহত হওয়ার ঘটনায় মতিহার থানায় এসআই ফারুক হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ছাত্রছাত্রীসহ আড়াই হাজার ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেছে। মামলাটির তদন্তভার পড়েছে এসআই মুক্তার হোসেনের ওপর। তিনি জানান, এজাহারে জরুরি অবস্থায় বেআইনিভাবে জনতা সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারি কাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বাধাদান এবং ভাংচুরের মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ মামলার আসামি হিসেবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।